## অবশ্যই মেনে চলা উচিতঃ

১) মিশনের নিয়ম শৃঙ্খলা প্রত্যেক ছাত্র এবং অভিভাবক-অভিভাবিকারে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

২) প্রত্যেকটি শ্রেণীতে ভর্তি নেওয়া হবে মোকটেষ্ট বা প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে।

৩) ছাত্রদের নির্ধারিত সময়ে ও নির্দিষ্ট পোষাকে প্রার্থনায় উপস্থিত থাকা আবশ্যিক।

৪) ভর্তির পর কোন ছাত্র বা মিশনে না এলে বা থাকতে না পারলে তার প্রদত্ত কি ফেরত পাওয়া যাবে না।

৫) বিনা অনুমতিতে কোনো ছাত্র মিশন ক্যাম্পাসের বাইরে যেতে পারবে না এবং গ্রহণ যোগ্য কারণ ছাড়া কোন ছুটি মঞ্জুর করা যাবে না।

৬) মিশনের ছাত্র মোবাইল ব্যবহার ও মূল্যবান অলঙ্কার ও প্রয়োজনের বেশি টাকা রাখা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৭) মিশনের প্রত্যেক ছাত্রকে নিজ নিজ জিনিষের দায়িত্ব নিজেকেই রাখতে হবে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।

৮) প্রত্যেক ছাত্রকে জামা-আতের সঙ্গে সালাত আদায় করা অপরিহার্য।

৯) অভিভাবকগণ বাসস্থানের ঠিকানা এবং যোগাযোগের নম্বর পরিবর্তন করলে অতি শিঘ্রই নতুন ঠিকানা এবং যোগাযোগের নাম্বার মিশনের অফিসে জমা দিতে হবে।

১০) কেবলমাত্র মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার ছাত্রদের সঙ্গে অভিভাবিকাগণ সাক্ষাত-করতে পারবেন। সময় সকাল ৯টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত।

১১) অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণ তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কোন কথা বলতে চাইলে প্রত্যেক মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার সকাল ৮টা ৩০ মিঃ থেকে বৈকাল ৩ টার মধ্যে কথা বলতে পারবেন।

১২) কোন ছাত্র মিশনের নির্দিষ্ট নম্বর ব্যতিত অন্য নম্বরে কোন অভিভাবক অভিভাবিকার ফোন থেকে ফোনে কথা বলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

১৩) কোনো ছাত্র নিজ বিছানা ছেড়ে অন্যের বিছানায় রাত্রী যাপন করলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে।

১৪) ছাত্রদের ঘুমানোর কক্ষে হোস্টেল ইনচার্জ এর অনুমতি ছাড়া কোনো অভিভাবক ও অভিভাবিকা প্রবেশ করতে পারবে না।

১৫) কোনো ছাত্র স্থায়ীভাবে মিশন ছেড়ে যাওয়ার সময় তার সমস্ত জিনিষপত্র পাঁচ দিনের মধ্যে না নিয়ে গেলে মিশন কর্তৃপক্ষ দায়বদ্ধ থাকবে না।

১৬) প্রতিমাসের নির্ধারিত ফি ও অন্যান্য বকেয়া সহ চলতি মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে অবশ্যই মেটাতে হবে।

Admission Test for
**Birbhum** Centre
## 12th October 2025

Admission Test for
**Santragachi** Centre
## 7th December 2025

# AL-AMEEN HOSTEL
# SHAMSUN ACADEMY

### সাঁতরাগাছি শাখা ঃ

কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে, খেজুরতলা বাস স্ট্যান্ড
(ইজতেমা মসজিদে সন্নিকটে)
মুন্সীডাঙ্গা হ্যাপি পলি ক্লিনিকের পাশে
মুন্সি ডাঙ্গা গাজিপাড়া, হাওড়া-৭১১৪০৩
**N. GAZI APPARTMENT**
**98308 14699 / 98043 22195**

### বীরভুম শাখা ঃ

সোঁতসাল, পাঁচামি মোড়
(রাজা অনুষ্ঠান ভবনের পাশে)
মোল্লারপুর স্টেশন থেকে ৭ কিমি
বীরভূম-৭৩১২১৬
**90644 57634 / 89729 26973**

alameenshamsunacademy2009@gmail.com
www.alameenshamsunacademy.com
Follow us on

# আল-আমীন শামসুন একাডেমী

পঞ্চম হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত
বাংলা মাধ্যমে বালক বিভাগ
**HOSTEL**
পূর্ণ-আবাসিক বিদ্যালয়

বাংবার বাঙালি মুসলমান সমাজের মূল সমস্যা কী, এটা নিয়ে বিস্তর গবেষণার পর - কেবলমাত্র যুগোপযোগী শিক্ষার অভাবকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুসলমান সমাজে শিক্ষার ক্ষেত্রে কি প্লবল অনীহা আছে? উত্তর অবশ্যই না। বৃহত্তর মুসলিম সমাজ কুরআন মোতাবেক শিক্ষাকে ফরজ জ্ঞান করেন। কুরআন শরীফের প্রথম নির্দেশ ইকরা অর্থাৎ পড়ো। মুসলমান অভিভাবক তাদের সন্তানদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্কুল-মাদ্রাসাতে অবশ্যই পাঠিয়ে থাকেন। কিন্তু তারপরেও অশিক্ষার অভিশাপে জর্জরিত কেন মুসলমান সমাজ? কেন ড্রপআউট স্কুল ছাত্রের সংখ্যা বেশি এই সমাজে? কেন মাধ্যমিকের গণ্ডি পার হওয়ার পূর্বেই ঝরে যায় বেশিরভাগ মুকুল? কেন সরকারি, বেসরকারি-চাকুরি ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতির হার এত কম? কেন ব্যবসা-বানিজ্যে উন্নতি নেই? কেন শিল্প-সাহিত্যে মুসলমান সমাজ এত পিছিয়ে? আমাদের ভাবার দরকার।

রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানা অফিল আখেরাতি হাসানা ওয়াকিনা আজাবান নার—

হে রব, আমাদের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল দান করুন, জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। ইহকাল ও পরকাল নিয়েই আমাদের সামগ্রিক জীবন।

দুনিয়াতে আমাদের একান্ত প্রথম কামনা ইহকালের মঙ্গল। ইহকাল ব্যাতীত পরকালের সাফল্য পাওয়া কঠিন। ইহকালের মঙ্গল পেতে হলে যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার বিকল্প নেই। আমাদের সন্তানদের আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষা অর্জন করতে হবে জানতে হবে কম্পিউটার ও স্পোকেন, শিখতে হবে ভাষা, বুঝতে হবে বিজ্ঞান। তবেই প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে মুসলমান সমাজ।

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের অবস্থা হয়ে উঠেছিল শোচনীয়। শিক্ষা–স্বাস্থ্য–সংস্কৃতি বিষয়ে এতটাই পশ্চাদপদতা ছিল যে সেখান থেকে উত্তরণের পথ তালাশ করা বেশ কঠিন হয়ে উঠেছিল। আশির দশকে আবাসিক মিশনগুলি তৈরি হল। তার মাধ্যমেই খুব সীমিত একটি অংশের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু এই মিশনের আলো সব জায়গার মানুষ পাননি। যেমন পাননি আমাদের দর্জি শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিচিত ওস্তাগর মহল্লাগুলি ও প্রতিবেশী জেলাগুলি। ট্রাডিশনাল ব্যবসার কারণে হয়তো কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে, কিন্তু শিক্ষার দিক থেকে অনেক বেশি পশ্চাদপদতা রয়ে গেছে। আমাদের ওস্তাগর মহল্লার দানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে মিশন–মাদ্রাসা গড়ে উঠলেও এখানে তৈরি হয়নি আবাসিক মিশন। সেই অভাবটি আমরা উপলব্ধি করেছি। আপনারা অবগত আছেন যে আল আমীন শামসুন একাডেমী দীর্ঘ ২৫ বছর অর্ধ – আবাসিক হিসাবে বেশ কয়েকটি জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে।

এই অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে পঞ্চম হইতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত (বালক বিভাগের) পূর্ণ – আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ।

**সরিফুল হোসেন সরদার**
যুগ্ম সম্পাদক, **আল–আমীন শামসুন একাডেমী**

**আল –আমীন শামসুন একাডেমী** (আবাসিক প্রতিষ্ঠান) দীর্ঘ ২৫ বছরের বিদ্যালয় পরিচালনার অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে পূর্ণ আবাসিকের শুভ আরম্ভ হয়েছে।

আবাসিক বিদ্যালয় করার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্ররা চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ভালো পড়াশোনা ও রেজাল্ট করার সত্ত্বেও উঁচু ক্লাসে গিয়ে অনেকেই হারিয়েছে তার প্রথম ও প্রধান কারণঃ

১) ভালো প্রাইভেট টিউশনের অভাব।
২) অতিরিক্ত মোবাইলের আসক্তি ।
৩) পরিবেশগত কারণে, মেধা থাকা সত্ত্বেও পড়াশোনা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে।

সমান্তরাল ভাবে বর্তমান সমাজে শিশুকে পড়াশোনার পাশা–পাশি অন্যান্য বিষয়েও পারদর্শী করতে হবে। যেমন–(ক) ইংরেজিতে কথা বলা (Spoken English), (খ) আরবি শিক্ষা, (গ) Computer, (ঘ) Drawing, (ঙ) Karate,(চ) Swiming (সাঁতার) সহ বিভিন্ন খেলাধুলাতে। কারণ শিক্ষার লক্ষ্যই হলো শিশুর সার্বিক বিকাশ (All round development)

বর্তমান সময়ের শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা ও পাঠক্রমের লক্ষ্যই হচ্ছে শিশুকে আত্মনির্ভরশীল (Self dependent) করা। আগের পড়াশোনার মানদন্ড ছিল একটি সম্মানীয় চাকুরী অর্জন করা। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মানদন্ড হল–তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তোলা যে ছাত্র নিজস্ব চিন্তা ভাবনা দিয়ে স্বাধীনভাবে নিজের ও দশের জীবনকে সামাজিক ও আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা অর্ধ–আবাসিক বিদ্যালয় কে পাথেয় করে পূর্ণ–আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যেখানে দক্ষ শিক্ষকদের ২৪ ঘন্টা নিরবিচ্ছিন্ন সহায়তা ও পর্যবেক্ষণে ছাত্ররা নিজেদের জীবনকে শৃঙ্খলা পরায়ণতার সাথে গড়ে তুলতে পারে। আর পারিবার, সমাজ ও দেশের উন্নতি বিধান করতে পারে। আমাদের এই প্রয়াসে আপনাদের বিশ্বাস ও সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি।

**নাজিমূল হাসান সরদার**
যুগ্ম সম্পাদক, **আল–আমীন শামসুন একাডেমী**

**সালাতঃ**
ছোট থেকে সালাতের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য শুদ্ধ কুরআন পাঠ ও দ্বীনী শিক্ষা, পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করা ছাত্রদের বাধ্যতামূলক।

**পোষাকঃ**
স্কুল পোষাক দুই সেট করে লাগবে। ছাত্রদের জন্য মেরুন রঙের টি-শার্ট, ট্রাকশুট ও সাদা মোজা এবং কালো রঙের জুতো। শীতকালীন ১টি করে মেরুন সোয়েটার।

**বাড়তি সুবিধাঃ**
পানীয় জলের জন্য Water Filter, Loardseting হলে জেনারেটর, বাচ্চাদের সুরক্ষা ও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য C.C. Camera এবং বাচ্চাদের সপ্তাহ অন্তে বিনোদনের সু-ব্যবস্থা রয়েছে।

## আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ

- ইংরাজী, আরবী, হিন্দী সহ বাংলা মাধ্যমে পাঠদান।
- পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ কনভেন্ট স্কুলের সিলেবাস অনুসারে পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণ।
- মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের ইসলামিক বুনিয়াদী শিক্ষা এবং সুনাগরিক গড়ে তোলা।
- দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও সমাজগঠনে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করা।
- মনোরম পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলী দ্বারা শিক্ষাদান ও সার্বিক তত্ত্বাবধান।
- একাধিক টার্মিনাল পরীক্ষার মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন।
- প্রতিটি বেঞ্চে দল ও দলনেতা নির্বাচনের মাধ্যমে উন্নত পাঠদানের ব্যবস্থা।
- শিক্ষার সাথে সাথে খেলাধূলার চর্চা ও ক্যারাটে প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা।
- ক্যুইজ, আবৃত্তি তাৎক্ষণিক বক্তৃতার অনুশীলন।
- স্কুল ক্যাম্পাসে সকল ছাত্র-ছাত্রীর ও শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলীর সম্মুখে প্রার্থণার সময়ে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দানের দ্বারা ছাত্রছাত্রীর নিজ মনোবল বৃদ্ধির ব্যবস্থা।
- বুদ্ধির বিকাশের (ব্রেনের ব্যায়াম) জন্য মানস অঙ্কের ব্যবস্থা।
- যে কোন পাঠ দীর্ঘক্ষণ স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য মানস মানচিত্রের দ্বারা পাঠদান।
- কম্পিউটারের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ।
- ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক ও একাডেমির শিক্ষকদের নিয়ে প্রয়োজন মতো কাউন্সেলিং করা হয়ে থাকে।
- একাডেমির নিজ-তহবিল থেকে দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের সুব্যবস্থা আছে।
- অডিও ভিজুয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা।

# আল-আমীন শামসুন একাডেমী

পঞ্চম হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত

বাংলা মাধ্যমে বালক বিভাগ

HOSTEL

পূর্ণ-আবাসিক বিদ্যালয়

সাঁতরাগাছি শাখা | বীরভুম শাখা